শেষ পর্যন্ত

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

অনেক ঝড়-ঝাপটা ও প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙ্গিয়ে শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার বুকে 'আ-মরি বাংলা ভাষা' তাঁর পদচীহ্ন রাখতে সক্ষম হলো। অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান একুশে একাডেমী'র কার্যকরী পর্ষদের সদস্য ও প্রবাসী কিছুসংখ্যক দেশপ্রেমী বাংলাদেশীদের একনিষ্ঠ ইচ্ছা ও নিরলস প্রচেষ্টায় ভাষা শহীদদের স্মৃতীতে নিবেদিত মিনার গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সিডনী'র আন্তঃ পশ্চিম আবাসিক এলাকা এ্যাশফীল্ড এর পার্কে উম্মোচন হয়। এ ঐতিহাসিক স্মৃতিফলকটি তৈরীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো দুজন ব্যক্তিত্বের নাম স্মরন না করলেই নয়। অষ্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আশরাফ-উদ দৌলা, যিনি বাংলাদেশীদের স্থানিয় অভিভাবকের মতো নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছায়া দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন এ একুশে একাডেমীকে। মাননিয় হাই কমিশনারের ব্যক্তিগত উদ্যেগে তিনি এখান থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রি বেগম খালেদা জিয়া'র কাছে এ স্মৃতিফলকটি তৈরীর জন্যে অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। পরবাসে বাংলার পদচীহ্নকে স্থায়ী আকার দিতে মাননিয় প্রধানমন্ত্রি এ বীর মুক্তিযোদ্ধার আহ্বানে স্বতস্ফুর্তভাবে সাড়া দেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তিনি তাৎক্ষনীক ১২,৫৭৩.৭৮ অষ্ট্রেলিয় ডলার পাঠান। আমরা জানতে পারি যে, প্রধানমন্ত্রি বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ব্যাক্তিগত তহবিলের এ অংকটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যকোন খাতে ব্যয় করতে

স্মৃতিফলক পাদদেশে স্বস্ত্রীক মাননিয় রাষ্ট্রদুত, স্থানীয় সাংসদ ও নির্মল পাল

পারতেন। কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশীদের এ মহতী উদ্যেগকে সাড়া দিয়ে এবং বাংলাভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসাকে ব্যক্ত করতে তিনি ঐ অর্থনৈতিক অবদানটি রেখেছিলেন। স্থাপিত এ ভাষা স্মৃতিফলকটিতে তাঁদের কারো নাম উল্লেখ না থাকলেও ৯০০ মিলিয়ন বছরের পুরাতন এ পাষান পাথরের বুকের অভ্যন্তরে খোদিত আছে এ ফলকটি তৈরীর উদ্যেক্তা ও দাতাদের সকলের নাম। সে নামগুলো চর্মচক্ষুতে নয়, অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহীত অবিনাশী বিবেক দিয়ে প্রজম্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সকলে দেখতে পাবে।

বরাবরের মতো একই দিনে এবছরের একুশে মেলাও সে সাথে একই মাঠে উদযাপিত হয়। সকাল ১১টা থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বহুদিনের কাঙ্খীত ভাষা শহীদদের স্মৃতীফলক 'মিনার'টি একনজর দেখার জন্যে ভীড় জমাতে শুরু করে। সে সাথে মেলাতে বই, এ্যাশফীল্ড কাউন্সিলের লাইব্রেরী ষ্টল, মুড়ী-চানাচুর ও বিরানী দোকান সহ প্রচুর ছাউনি-দোকান বসেছিল। এবার মেলাতে পিন্টু মহাজনের বুকষ্টলে বই এর সংগ্রহ ছিল সবচে বেশী। হেমা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বধীকারি পিন্টু দীর্ঘদিন ধরে সিডনীতে বাংলাদেশ ও পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন আসল ও উন্নতমানের যন্ত্রসংগীত বিক্রি করছেন। মেলার বেচাকেনা শুরু হয় মূলত দুপুর ১২টা থেকে আর খাদ্য দোকানে লাইন পড়ে যায় দুপুরের ক্ষুধা-লাগা সময় থেকে। পুরু কার্পেটের মত আচ্ছাদিত সবুজ ঘন ঘাসে আবৃত এ্যাশফীল্ড পার্কটিতে সেদিন বাংলা কথা, গান ও কবিতার ছন্দ মুর্ছনায় এক অদ্ভুত মোহনীয় ও গভীর আবেগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলাদেশের মাননিয় রাষ্ট্রদুত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আশরাফ-উদ দৌলা আগত অষ্ট্রেলিয়ার প্রচুর গন্যমান্য প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ত ও স্থানিয় সাংসদের স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে বেলা ১২.২১ মিনিটে ভাষা শহীদের 'মিনার'টির, ঘোমটা উম্মোচন করেন। উম্মোচনের আগে মিনারটি একসাথে বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার বিশাল পতাকাতে আবৃত ছিল। উম্মোচন কালে বাংলাদেশের মাননিয় রাষ্ট্রদুত ও স্থানিয় সাংসদ মিঃ এ্যান্থনী আলবানিজ একই সাথে নিজ নিজ দেশের পতাকা উত্তোলন করে শান্তিপুর্ন সহবাস ও সৌহার্দপূর্ন বন্ধনের নজির পুনরায় প্রকাশ করেছেন।

মেলায় শ্রীমতি পাল ও ডঃ নীলিমা পাল

এর পর সকল অতিথিরা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। একুশ একাডেমী'র নেতৃস্থানিয় কর্মকর্তারা মঞ্চ থেকে একে একে বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত মাননিয় প্রধানমন্ত্রি, বিরোধি দলের নেত্রি ও রাষ্ট্রপতি'র প্রেরীত বাণীগুলো উপস্থিত অতিথি ও আগত সকলকে পড়ে শুনান। তারপর একে একে মঞ্চে উপবিষ্ঠ অতিথিরা সকলে ভাষা শহীদদের স্মরন এবং 'মিনার' প্রতিষ্ঠার মতো যুগান্তকারী বিষয়টির প্রশংসা করে তাদের বক্তব্য রাখেন। মাননিয় রাষ্ট্রদুতের ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন গভীর কণ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে উপস্থিত সকল বাংলাভাষী দর্শক গর্ববোধ করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার প্রথমভাগ উপস্থিত অষ্ট্রেলিয় অতিথিদের বোধগম্যতার জন্যে ইংরেজীতে এবং শেষাংশ নিজ মার্তৃভাষায় করেন। উভয় ভাষাতে সঠিক শব্দ প্রয়োগ ও শুদ্ধউচ্চারনে পারদর্শী তাঁর বক্তব্যে শুনে উপস্থিত গন্যমান্য অতিথিরা সকলে মুগ্ধ হন। সিডনীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত একজন মেধাবি ও জ্ঞানি অধ্যাপক (বাংলাদেশী) কর্ণফুলী'র প্রতিনিধির কাছে অতি উচ্ছাসে গর্বের সাথে মন্তব্য করেন যে তাঁর দীর্ঘ প্রবাসী জীবনে এ প্রথমবারের মতো একজন বাংলাদেশী রাষ্ট্রদুতকে দেখতে পেলেন যিনি একাধারে শুদ্ব এবং নিখুঁত উচ্চারনে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে বক্তৃতা দিয়ে এতবড় সমাবেশকে মোহাবিষ্ঠ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাণী পাঠ করছেন ডঃ স্বপন পাল

বটবৃক্ষ সম বিশাল গাছের ছায়ায় বসে মেলায় গান শোনার দৃশ্য

'শহীদ মিনার' স্থাপন ও উম্মোচনকে ঘিরে বিতর্ক ও কমিউনিটির আভ্যন্তরিন ষড়যন্ত্রের কারনে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার একুশ মেলাতে জনসমাবেশ তুলনামূলক কম হলেও সকলের মাঝে আনন্দ ও উচ্ছাসের অভাব ছিলনা। অনেকে কায়মনে স্বীকার করেছেন একুশ একাডেমী'র সভাপতি জনাব নির্মল পাল, কোষাধক্ষ্য ও সমাজসেবী জনাব আবদুল ওহাব, সাধারন সম্পাদক জনাব সুলতান মাহমুদ, সংস্কৃতিক সম্পাদক আশীষ বাবলু ও ডঃ স্বপন পাল সহ পরিষদের সকল

সদস্যের ঐকান্তিক চেষ্টায় অষ্ট্রেলিয়ার বুকে আজ গর্বকরে বাংলাভাষার স্মৃতি ফলকটি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। 'অতি সন্নাসে গাঁজন নষ্ট' হয়, অতি-প্রচলিত ও পরিক্ষীত-সত্য এ প্রবচনটি থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত 'ডিপ্লোমেটিক' ভাবে সর্তকতা অবলম্বন করে

মেলায় হাস্যজ্জোল একদল বঙ্গললনা, একুশের দিনে প্রবাসে দেশীয় আমেজ অতুলনীয়

একুশে একাডেমীর চলতি কার্যকরী পর্ষদ তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে শেষ পর্যন্ত বাস্তবতায় রূপ দিতে পেরেছেন বলে সুশীল সমাজের সকলে তাঁদের অকৃপন প্রশংসা করেন। বিশেষকরে সভাপতি নির্মল পালে'র উদয়াস্ত পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের কথা ছিল মেলার সবচে বেশী আলোচনার বিষয়।

অষ্ট্রেলিয়াতে একুশে একাডেমী'র কালজয়ী ইতিহাস রচনারকারীদের প্রধান, সভাপতি নির্মল পাল

বর্ক্তৃতা পালা শেষে একুশ স্মরণে গান ও কবিতার অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলাভাষায় অনবদ্য উপস্থাপক ও বাগ্মী অজয় দাশ গুপ্তের আবৃত্তির ছন্দ ও উপস্থাপনা সেদিন উপস্থিত সকল সংস্কৃতি সমাঝদার ব্যক্তিত্তদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিল। সুকণ্ঠি অমিয়া মতিন সহ আরো কয়েকজন শিল্পীর গাওয়া গানগুলো অনুষ্ঠান ছেড়ে আসার পরেও অনেক সংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের কানে রিনি-ঝিনি সুরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে একুশের বইমেলা ও ভাষা শহিদদের স্মৃতিফলক উম্মোচন অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষাব্দি ছিল প্রানবন্ত ও মুখরিত। বেলা পাঁচটায় একুশ একাডেমী'র সভাপতি আনুষ্টানিকভাবে মেলার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। এর পরেও গোধুলীর অবসান অবধি প্রচুর ভাষাপ্রেমী বাংলাদেশী ৯০০ মিলিয়ন বছরের পুরানো পাষান পাথরের উপর খোদাই করা নিজ মার্তৃভাষার অক্ষরগুলোর দিকে অপলকে বিমুগ্ধ নয়নে চেয়েছিল। অতিত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষন 'বর্তমান' সময়টিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে অনেক দর্শনার্থীর নয়ন-উপত্যকা সেদিন গভীর আবেগে আদ্র হয়ে উঠেছিল।

কর্ণফুলী, সিডনী

একুশ মেলা - ২০০৬ এর আরো কিছু ছবিঃ

স্থানিয় সাংসদ মিঃ এ্যন্থনি এ্যালবানিজ

বিরোধীদলীয় নেত্রী'র বাণী পড়ছেন জনাব আঃ ওহাব

বাংলাদেশের মাননিয় রাষ্ট্রদুত বক্তৃতা করছেন

মঞ্চে উপবিষ্ঠ সকল অতিথির সাথে একুশে একাডেমী'র
সাধারন সম্পাদক ডঃ সুলতান আহমেদ (সর্ব বামে)

মেলায় আড্ডা জমেছিল বেশ, ডঃ সুধীর লোদ ও
প্রবীন সমাজসেবী মৃনাল দে সহ সাথীরা।

একুশে'র সংগীতানুষ্ঠান, হারমোনিয়াম হাতে মাঝে অমিয়া
মতিন, তবলায় জন্মেজয় ও ঢোলে অভিজিৎ বড়ুয়া।